Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

অপরাজিতা
নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

নারীর সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাধাসমূহ

DEMOCRACYWATCH
Involving People, Building Democracy

ভূমিকা

দীর্ঘকাল ধরেই সমাজ উন্নয়নে নারীরা তাদের ভূমিকা পালন করে আসছে ঠিকই কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তারা স্বীকৃতি পায়নি। পরিবারের কর্তা হিসেবে প্রথমে পিতা, পরে স্বামী নারীর মনোজগতের উপর এমন প্রভাব ফেলে যার ফলে নারীর নিজস্ব কোন মতামত বা ইচ্ছা থাকে না। ভোটাধিকার প্রয়োগের সময়ও দেখা যায় পিতৃতন্ত্র আধিপত্য বিস্তার করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচনের যা খরচ এবং এ কাজের জন্য যে সম্মানী প্রদান করা হয় দুটোই নারীর অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই বিভিন্ন বিধি-নিষেধ দিয়ে নারীর সম্পদ ও জ্ঞান আহরণকে সীমিত করছে। ফলে নারীর আত্মবিশ্বাসে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আর এভাবেই নারীরা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। পরিবার, সমাজ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাধার সম্মূখীন হয়ে অনেক নারীই অংশগ্রহণে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ বলা হয়েছে যে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। ২৮(২) এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। তাছাড়া, অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮(৩,৪), ২৯, ৩২, ৩৭-৪০, ৬৫(৩) এ নারী অধিকার ও জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা আছে।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন নারীর উন্নয়নের বিষয়টিও সামনে উঠে এসেছে। নারীর উন্নয়ন হলেই কেবল জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব এ কথা এখন গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করেছে। রাজনীতিতে সমান ভাবে অংশগ্রহণ নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ শুধুমাত্র ন্যায়বিচার পাওয়া বা গণতন্ত্র শক্তিশালী করার কোন বিষয় নয়, বরং নারীর মধ্যে রাজনীতি নিয়ে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাকেও মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বস্তরের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীকে যুক্ত করা ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না গেলে সমতার লক্ষ্য, উন্নয়ন ও শান্তি কখনোই অর্জিত হবেনা। নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে এবং স্থানীয় সরকারের দক্ষতা ও কাজের গুণগত মান আরো বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় সরকার যদি সত্যিকার অর্থে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের চাহিদা পূরণ করতে চায়, তাহলে অবশ্যই স্থানীয় সরকারের সর্বস্তরে সমান অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এবং সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় পনেরো হাজার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি থাকলেও দূর্বল আইনী কাঠামোর কারণে স্থানীয় উন্নয়নে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেবার ক্ষেত্রে কোন প্রশাসনিক জটিলতা নেই। তবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদেরা ৩টি ওয়ার্ডের ভোটে জয়ী হয়েছেন, সেখানে স্বাভাবিকভাবে একটি আসন থেকে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের থেকে মহিলাদের অবস্থান, কাজকর্ম কিছুটা ভিন্ন হবে। কিন্তু কোন

কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে বা তার পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। আইনে, বিধি জারি করে নারী প্রতিনিধিদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চার বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নারী প্রতিনিধিদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হয়নি।

উল্লিখিত বাস্তবতা সমূহকে উপলব্ধি করে নারীর সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাধাসমূহ চিহ্নিত করার জন্যই এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

নারীর সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বাধাসমূহ চিহ্নিত করা

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণার কাজটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা ২৫ অক্টোবর ২০১৩ থেকে ১০ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। মোট ২৮৪ উত্তরদাতাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৮৪ জন নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি এবং ১০০ জন সম্ভাবনাময়ী নারী নেত্রী। বাংলাদেশের ১০টি জেলার ১৫টি উপজেলা, ১২টি পৌরসভা এবং ১৫৭টি ইউনিয়ন পরিষদে এই জরিপটি পরিচালনা করা হয়।

সারণী ১: নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

	সংখ্যা	%
কেবল স্বাক্ষর করতে পারে	১	.৫
প্রাইমারী পাশ	৪৩	১৫.২
ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত	১৬৫	৫৮.২
এস এস সি পাশ	৪২	১৪.৭
এইচ এস সি পাশ	২৩	৭.৬
স্নাতক	৯	৩.৩
স্নাতকোত্তর	১	.৫
মোট	**২৮৪**	**১০০.০**

জরিপ এ অংশগ্রহণকারী/মতামত প্রদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ১৫.২% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাইমারী পাশ, ৫৮.২% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী, ১৪.৭% এস এস সি পাশ, ৭.৬% এইচ এস সি পাশ, ৩.৩% স্নাতক পাশ, ০.৫% স্নাতকোত্তর এবং ০.৫% কেবল মাত্র স্বাক্ষর করতে পারেন। নারীর শিক্ষার হার কম হওয়া এবং শিক্ষিত নারীদের নারী প্রতিনিধি হিসেবে এগিয়ে না আসার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে না।

চিত্র ১: রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

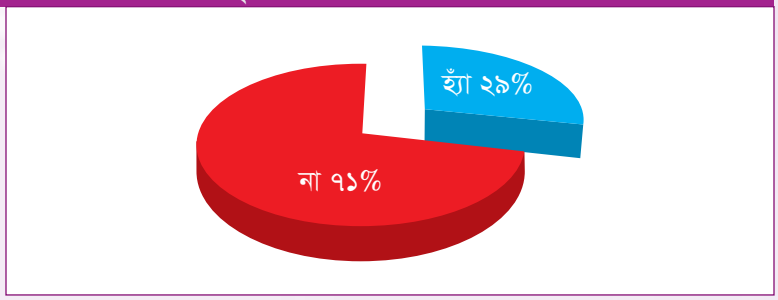

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা গেছে ৭১.০% নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি বা সম্ভাবনাময়ী নারী প্রতিনিধি সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। মোট তথ্য দাতার ২৯.০% নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি বা সম্ভাবনাময়ী নারী প্রতিনিধি সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

সারণী ২: নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি বা সম্ভাবনাময়ী নারী প্রতিনিধির রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

	সংখ্যা	%
সরাসরি সম্পৃক্ত	৩৯	১৩.৭
সরাসরি সম্পৃক্ত নয়	৪৩	১৫.৩
সম্পৃক্ত নয়	২০২	৭১.০
মোট	**২৮৪**	**১০০.০**

এদের মধ্যে মাত্র ১৩.৭% নারী সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন। ১৫.৩% নারী রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তারা দলের সমর্থক মাত্র।

সারণী ৩: দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা

	সংখ্যা	%
দলীয় সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত	৪৫	৫৪.৯
কোন কোন সময় পরামর্শ প্রদান	৪	৪.৯
ভাল কাজের জন্য বলা	২	২.৪
দলীয় মিটিং-এ সরাসরি থাকি না	২২	২৬.৮
দলের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ	২০	২৪.৪
তেমন কোন পরামর্শ দেয়ার সুযোগ নেই	২৭	৩২.৯
দলীয় প্রয়োজনে যে কোন ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমি অংশগ্রহণ করি	৩	৩.৭
মোট	৮২	

[উত্তরদাতার নিকট হতে একাধিক উত্তর নেয়া হয়েছে]

দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় ৫৪.৯% নারীই দলীয় সিদ্ধান্তকে তার সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ৩২.৯% মনে করেন দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের পরামর্শ দেয়ার কোন সুযোগ নেই। ২৬.৮% বলেছেন তারা দলীয় সভায় উপস্থিত থাকেন না। ২৪.৪% বলেছেন তারা দলের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করেন না। মাত্র ৪.৯% বলেছেন তারা দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ৯৫.১% নারী যারা দলের সাথে যুক্ত আছেন তারা দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

চিত্র ২: দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণে বাধা

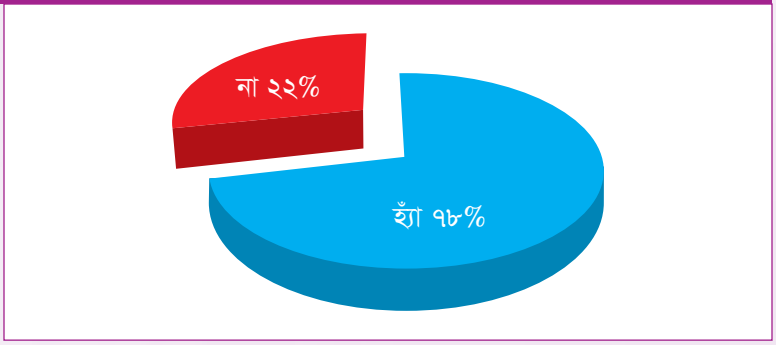

৭৮% নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি ও সম্ভাবনাময়ী নারী প্রতিনিধি যারা রাজনীতির সাথে যুক্ত আছেন তারা দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বাধাগ্রস্থ হয়েছেন ।

সারণী ৪: দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীরা কি ধরণের বাধার সম্মুখিন হন

	সংখ্যা	%
বিশেষ করে দলীয় পুরুষ সদস্যদের বাধার মুখে পড়তে হয়	৩৫	৫৪.৭
ধর্মীয় বাধার সম্মুখিন হতে হয়	৩১	৪৮.৪
দলীয় প্রধানদের দ্বারা	৩	৪.৭
পরিবারে সবাই আমার রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পছন্দ করেন না	৪০	৬২.৫
মোট	৬৪	

[উত্তরদাতার নিকট হতে একাধিক উত্তর নেয়া হয়েছে]

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যারা বাধাগ্রস্থ হয়েছেন তাদের মধ্যে ৬২.৫% পরিবারের কাছ থেকে, ৫৪.৭% পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে ও ৪৮.৪% ধর্মীয় বাধার সম্মুখিন হয়েছেন বলে জানান। এখানে দেখা যায় রাজনীতি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে পরিবারের সদস্যরাও চান না তাদের পরিবারের কেউ রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হোক।

সারণী ৫: সম্ভাবনাময়ী নারী নেত্রীদের স্থায়ী কমিটির সাথে সম্পৃক্ততা

	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩৬	৩৬
না	৬৪	৬৪
মোট	**১০০**	**১০০.০**

সম্ভাবনাময়ী নারী নেত্রীদের মধ্যে মাত্র ৩৬% ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার স্থায়ী কমিটির সাথে সম্পৃক্ত আছেন। ৬৪% সম্ভাবনাময়ী নারী নেত্রী স্থায়ী কমিটির সাথে সম্পৃক্ত নন। ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ প্রতিনিধিরা এখনও চান না তাদের সভাপতিত্বে যে সকল স্থায়ী কমিটি আছে তাতে কোন নারী সদস্য হোক।

সারণী ৬: স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হয় কি না

	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১০	১০
না	৪০	৪০
জানি না	৫০	৫০
মোট	**১০০**	**১০০.০**

যেসব সম্ভাবনাময়ী নারী নেত্রী ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার স্থায়ী কমিটির সাথে সম্পৃক্ত আছেন তাদের মধ্যে মাত্র ১০% বলেছেন যে নিয়মিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪০% বলেছেন স্থায়ী কমিটির কোন সভা হয় না। ৫০% বলেছেন স্থায়ী কমিটির সভা সম্পর্কে তিনি জানেন না।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ৫৪.৩% বলেছেন স্থায়ী কমিটির সভা, মাসিক সমন্বয় সভার সাথে হয়। যদিও স্থায়ী কমিটির সভা আলাদাভাবে হওয়ার কথা। ৩১% বলেছেন স্থায়ী কমিটির কোন সভা হয় না। মাত্র ১৪.৭% বলেছেন স্থায়ী কমিটির সভা আলাদাভাবে হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা বলেছেন স্থায়ী কমিটির সভা হয়, তাদের মধ্যে ৩৫.৪% বলেছেন কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী প্রাধান্য দিয়ে এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়। ৩২.৩% বলেছেন স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদার আলোকে এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়।

স্থায়ী কমিটির এজেন্ডা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৫০% নারী প্রতিনিধি বলেছেন চেয়ারম্যান ও পুরুষ মেম্বাররাই এজেন্ডা নির্ধারণ করে দেন।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা মনে করেন তারা বিভিন্ন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বাড়াতে বিভিন্ন ভূমিকা রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটি সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে, ইউনিয়ন পরিষদে উত্থাপন করতে পারেন। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা স্কুল, পরিবার পরিকল্পনা এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ও কৃষিসহ সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তারা ভূমিকা রাখতে পারেন।

সুপারিশমালা

নারীদের অবস্থান উন্নয়নে নীতিগত ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে নিম্নোক্ত সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে:

১. যথাশীঘ্র সম্ভব সংবিধান এবং আইনের আলোকে নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই নারী ও পুরুষ প্রতিনিধির কাজে দ্বৈততা কিংবা সাংঘর্ষিক না হয়।

২. সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির কমপক্ষে ৪০% সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ, তালিকা প্রস্তুত ও সহায়তা বণ্টনের পূর্ণ কর্তৃত্ব নারী প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

৩. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধি বিশেষত নারীদের পদমর্যাদা এবং সম্মানী ভাতা যুগোপযোগী করতে হবে।

৪. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, গ্রাম আদালত আইন ও সংশ্লিষ্ট সকল আইন সংবিধানের আলোকে এবং নারী বান্ধব হতে হবে।

৫. জাতীয় গণমাধ্যমে স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)'র মতো জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোতে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বিকাশ, উন্নয়ন প্রকল্প ও বাজেট পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতা/দর-কষাকষি করতে হবে এবং নারী বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

উপসংহার

যে কোন উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেরও সুনির্দিষ্ট জেন্ডার পলিসির মাধ্যমে নারীকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করাটা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের আশা আকাঙ্খা ও চাহিদার কথা জানা ও তা পূরণ করার মাধ্যম হলো ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ। আর নগরের জন্য রয়েছে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন। দল মত নির্বিশেষে সমাজের সকল নাগরিকের মধ্যে একতা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্থানীয় সরকার অন্যতম সোপান হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরেই নারী সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এটা নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। স্থানীয় জনগণের কাছে নারী প্রতিনিধিরা তাদের নিষ্ঠা, সততা এবং কাজের আগ্রহের ফলে ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

তবে লক্ষ্য করা গেছে যে, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় বা রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হননি। পিতা, স্বামী, পুত্র কিংবা সমাজপতিদের ইচ্ছা-অনুমতি তাদের প্রার্থীতা, নির্বাচনী প্রচারণা ও জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারক হিসেবে কাজ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিও'র সচেতনতায় ও উৎপাদন কাজে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিশেষত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে বিদ্যমান পুরুষ শাসনের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হয়নি। নারী সদস্যদের দায়িত্ব বন্টনে রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রীতা ইউনিয়ন পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবল উপস্থিতির কারণেও নারী সদস্যদের ক্ষমতা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

সাইফুল ইসলাম
রেফায়াত আরা
মোঃ আলমগীর মিয়া

PRIP TRUST
KHAN FOUNDATION
In Special Consultative Status with the Economic & Social Council of the United Nations
Steps
Steps Towards Development
স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট